সংবাদ

তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

রংপুরে অধ্যক্ষের নির্যাতনে এক শিক্ষিকা মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে

• অধ্যক্ষের বিচার দাবি করে অভিযোগ

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর নগরীর ঐতিহ্যবাহী সমাজ কল্যাণ বিদ্যাবিথী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন এক শিক্ষিকার স্বামী। তার অভিযোগ অধ্যক্ষ ক্লাস না থাকার পরেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অকারণে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কলেজে বসিয়ে রাখেন ও হেনস্তা করেন। অধ্যক্ষের অব্যাহত নির্যাতনে এক শিক্ষিকা মানসিক ভারসাম্যহীন হবার উপক্রম হয়ে পড়েছে। যেকোন মুহূর্তে আত্মহননসহ বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শিক্ষিকার স্বামী প্রতিকার চেয়ে সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট দফতরে আবেদন করেছেন। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

সাবেক রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুর রউফ মানিক লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, তার স্ত্রী শাহনাজ পারভীন রংপুর নগরীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণ বিদ্যাবিথি স্কুল অ্যান্ড কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে প্রায় ২২ বছর ধরে শিক্ষকতা করে আসছেন। ওই কলেজের অধ্যক্ষা নাহিদ ইয়াসমিনের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদ করায় তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে অধ্যক্ষা ওই শিক্ষক শাহনাজ পারভীনের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে মানসিক অত্যাচার ও হেনস্তা করে আসছে। কিন্তু কলেজের মান-সম্মানের কথা ভেবে এতদিন মুখবুজে সহ্য করে আসছিল সে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি এমনি এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে অধ্যক্ষের অত্যাচারিত ব্যবহার ও মানসিকতার যন্ত্রণায় যেকোন সময় ওই শিক্ষিকা বড় ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনে করুণ পরিণতি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওই শিক্ষকের স্বামী। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষের মানসিক অত্যাচারে তার স্ত্রী কলেজ শিক্ষিকা শাহনাজ পারভীন ডায়াবেটিক, প্রেসারসহ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। অভিযোগে আরও জানা গেছে কলেজে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ক্লাস করা হলেও কলেজ ছুটির পরেও বিভিন্ন অধ্যক্ষের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

অধ্যক্ষের : নির্যাতনে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কাজে অকাজের নামে কলেজ শিক্ষিকাসহ অন্যান্য শিক্ষকদের বিকেল ৫টা পর্যন্ত আটকিয়ে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করছে। এভাবে ১০ ঘন্টা কলেজে কোন কারণ ছাড়াই আটকিয়ে রাখার কারণে পারিবারিক জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। অথচ অধ্যক্ষ দিনের পর দিন ছুটি না নিয়ে ঢাকায় হাতিরপুলে মেহের টাওয়ার বাসভবনে তার মেয়ের বাড়িতে অবস্থান করে। আর রংপুরে অবস্থান করাকালে দুপুর ১২টার আগে কলেজে তিনি আসেন না। এছাড়াও কলেজের বিভিন্ন সভায় কিংবা কমন রুমে প্রকাশ্যেই শিক্ষকদের গালাগাল, কলেজের বুয়ার সঙ্গে তুলনা করে এমনি থাপ্পড় দেয়ার মতো ভাষা ব্যবহার করে।

অভিযোগে জানা গেছে, অধ্যক্ষা কলেজ স্কুল ও ভকেশনাল তিন সেকশন থেকে ইচ্ছে মতো নিয়ম বর্হিভূত বেতন উত্তোলন, বিভিন্ন খরচের নামে লাখ লাখ টাকা প্রতিমাসে আত্মসাৎ করে চলেছে। অন্যদিকে সরকারি গেজেট উপেক্ষা করে শিক্ষকদের ন্যায্য বেতনের পাওনা থেকে তাদের বঞ্চিত করে তার মনগড়া নিয়মে খুবই অল্প পরিমাণ টাকা প্রদান করছে। আর নিজে ইচ্ছে মতো সব সেকশন থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উত্তোলন করে ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে চলেছে। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে পরীক্ষার ডিউটি করার জন্য শিক্ষকদের মাত্র ৩০ টাকা করে প্রদান করে নিজে ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা করে উত্তোলন করছে। আর এসব অনিয়ম আর দুর্নীতির প্রতিবাদ করার কারণে শিক্ষক শাহানাজ পারভীনের উপর মানসিক নির্যাতনের মাত্রা এতটাই বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে- সে যেকোন সময় আত্মহনন করতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। সেই সঙ্গে পুরো বিষয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন।

সার্বিক বিষয়ে জানতে গতকাল দুপুরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ ইয়াসমিনের সঙ্গে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে (পুরো বক্তব্য বাণীবদ্ধ করা আছে) তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করে বলেন, ওই শিক্ষিকা ছুটি চেয়ে আবেদন করেছিল, তার আবেদন মঞ্জুর না করায় তার স্বামী এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। তিনি আরও জানান, কেউ যদি আত্মহনন করতে চায় এটা তাদের পারিবারিক বিষয়, এতে তার করার কিছু নেই। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কলেজের সময় ছাড়া অনেক সময় পরীক্ষার কারণে বিকেল পর্যন্ত সকলকে নিয়ে কাজ করা হয়। নিজেও রাত ১০টা পর্যন্ত অফিস করেন বলে দাবি করেন তিনি।